যুগান্তর

তারিখ 28 OCT 2017

মাদ্রাসাছাত্ররা ইঞ্জিনিয়ার হলে রডের পরিবর্তে বাঁশ দেবে না

——— শিক্ষামন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা ইঞ্জিনিয়ার হলে, তারা নির্মাণকাজে রডের পরিবর্তে বাঁশ দেবে না। তারা যদি ভালো আলেম, মন্ত্রী, সচিব বা ডাক্তার হয় তাহলে সমাজ আরও উন্নত হবে, জনগণ বেশি সেবা পাবে। শুক্রবার রাজধানীর ধানমণ্ডির বছিলায় ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত 'আরবি ভাষা ও ইসলামি জ্ঞান' জাতীয় প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, এ দেশের আলেম সমাজের অনেক দিনের দাবি ছিল একটি ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের। বর্তমান সরকার সেটি পূরণ করেছে।

তিনি বলেন, 'বিএনপি-জামায়াত সব সময় ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা নিতে চায়। তারা অপপ্রচার চালায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে দেশে ইসলাম থাকবে না, আল্লাহ, রাসূলের নাম থাকবে না। তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে প্রশ্ন রেখে বলেন, আপনারা বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকায় ইসলামের কোথায় ক্ষতি হয়েছে?

মন্ত্রী আরও বলেন, দেশের একটি বড় জনগোষ্ঠী কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষা নেয়, তাদের পক্ষ থেকে শিক্ষার মানের ব্যাপারে দাবি উঠানো হলে শেখ হাসিনা সরকার কোনো শর্ত ছাড়াই তাদেরকে সনদ দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আহসান উল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আরবি ভাষা চালু রয়েছে। জাতিসংঘের ৫টি ভাষার মধ্যে আরবি একটি। আমরা যখন বিভিন্ন সময় আরব দেশগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথা বলি তখন তারা আরবিতে কথা বললে আমরা বুঝি না। তিনি মাদ্রাসায় শিক্ষিতদের আরবি ভাষা শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে যুগোপযোগী শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করার তাগিদ দেন।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার দেশের ৫০টিরও বেশি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করেছে। এক হাজার ৩৩৪টি মাদ্রাসায় নতুন ভবন নির্মাণ করেছে আরও ২০০০ মাদ্রাসায় ভবন নির্মাণ

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

মাদ্রাসা ছাত্ররা ইঞ্জিনিয়ার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

করা হবে। কিছু মাদ্রাসাকে মডেল মাদ্রাসা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আহসান উল্লাহ বলেন, 'ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'আরবি ভাষা ও ইসলামি জ্ঞান' প্রতিযোগিতা শুরু করে। সেখান থেকে চূড়ান্ত পর্বে ৮৫ জনের মধ্য থেকে ৮৪ জন অংশ নিয়েছে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের আগামী ১৯ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।'